Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue 53
January–March, 2018

ইফ্কের ঘটনা ও যিনার অপবাদের শাস্তি : প্রচলিত ও ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে তুলনামূলক পর্যালোচনা

The Story of Ifk and Punishment for Slander: A Comparative Penological Discussion

Mostofa Kamal*

ABSTRACT

'Aisha R. was the third wife of the last messenger of Allah Muhammad and the eldest daughter of the first caliph Abu Bakr R. she had been abhorrently slandered by the hypocrite circle. The holy Quran mentions the fabricated story in which head of hypocrites 'Abdullah B. Ubaiy had slandered the intact sanctity of her sacred personality. As these Quranic verses sanctify concreteness of her superb character and affirm her sanctity, they also cite severe criminal punishment for those who had not returned to the truth by repentance. This paper in adopting exegeses and criminological methods, reviews the verses which had been revealed in certifying the sanctity of Aisha R. and offers a comparative penological discussion regarding the crime of slander while giving special concern to the supremacy of Islamic criminology. By reviewing the existing penal practices, this paper shows that the conventional criminal justice system has not offered any severe criminal punishmentg. In contrast, Islamic legislation gives a definitive punishment yet commensurate with the consequences of this.

Keywords: ifk; slander; Islamic criminal law; 'Āisha R.

* Mostofa Kamal is an Asssociate Professor of Islamic Studies, Jagannath University, Bangladesh, email: krakib1979@gmail.com

সারসংক্ষেপ

'আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তৃতীয় স্ত্রী এবং ইসলামের প্রথম খালীফা আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কন্যা। মুনাফিক সরদার 'আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাইয়ের নেতৃত্বে 'আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর পুতঃপবিত্র ও মহিমাময় চরিত্রের ওপর যে মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছিল তার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে আল-কুরআনে। এ সকল আয়াতে যেমনিভাবে 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর সতীত্ব, পবিত্রতা ও অনুপম চরিত্রের প্রশংসার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তেমনিভাবে যারা এ ষড়যন্ত্রে এবং মিথ্যা অপবাদে অংশ নিয়েছিল কিন্তু পরে খাটি তাওবাহ করে ফিরে আসেনি তাদের কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ইফকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের ওপর একটি পর্যালোচনাপূর্বক প্রচলিত ও ইসলামী আইনে যিনার অপবাদ দেয়ার শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হবে। বর্ণনামূলক ধারায় আলোচিত এ প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, প্রচলিত আইনে অপবাদের শাস্তি সুস্পষ্টভাবে পৃথক কোন আইন বা আইনের কোন ধারায় বর্ণিত হয়নি, বরং মানহানী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইনের আওতায় এর শাস্তি নির্ধারিত হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী আইনে কুরআন-সুন্নাহর নস ও প্রায়োগিক প্রমাণের ভিত্তিতে এর স্পষ্ট বিধান বর্ণিত হয়েছে।

মূলশব্দ: ইফ্ক, অপবাদ, ইসলামী আইন, আয়িশাহ (রা)।

إِفْكٌ 'ইফ্ক' পরিচিতি

إِفْكٌ 'ইফ্ক' শব্দের আভিধানিক অর্থ মিথ্যা। এ ছাড়াও 'ইফ্ক' মূলধাতু ক্রিয়ারূপে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, মিথ্য বলা, বদলে দেয়া, পাল্টে দেয়া ইত্যাদি। যেহেতু অপবাদ আরোপকারীরা আয়িশা রা. এর ব্যাপারে মিথ্যা বলেছিল তাই তাদেরকে 'আহলুল ইফ্ক' (মিথ্যাবাদী) বলা হয় আর এ ঘটনাটি ইতিহাসে 'ইফকের ঘটনা' নামে পরিচিত। উক্ত ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে হাদীসের কিতাবেও এ শব্দের ব্যবহার হয়েছে, حِينَ قَالَ فِيهَا أَهلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا (যখন মিথ্যাবাদীরা তাঁর ব্যাপারে যা তা বলল) (Ibn Manẓūr ND, 10/390-391)।

'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর পরিচয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় সহধর্মিণী ইসলামের প্রথম দাওয়াত গ্রহণকারিণী মুসলিম নারী খাদীজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর ইন্তিকালে তিনি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। এ করুণ অবস্থা দেখে 'উসমান ইব্ন মাজ'উনের স্ত্রী খাওলাহ বিন্ত হাকীম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিবাহ করার পরামর্শ দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহের পাত্রী সম্পর্কে জানতে চাইলে খাওলাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন : বিধবা এবং কুমারী দু'রকম পাত্রীই আছে। এ প্রস্তাব শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। খাওলাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিধবা পাত্রী সাওদা

বিন্‌ত যাম'আ এবং কুমারী পাত্রী আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কন্যা 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর নাম প্রস্তাব করেন। (Muslim ND, 4468) আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আগ্রহের সাথে প্রস্তাব মেনে নিয়ে খাওলাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কে বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। অতঃপর আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজে তাঁদের বিবাহ পড়িয়ে দিলেন। (Ibn Saad ND, 4/40)

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ৫৮ হিজরী ১৭ রমযান মঙ্গলবার রাতে মুতাবিক ১৩ জুন ৬৭৮ খ্রি. ৬৬ বছর বয়সে উমাইয়্যা খলীফা মু'আবিয়ার শাসনামলে মদীনায় মৃত্যু বরণ করেন। তখনকার মদীনার গভর্ণর হিসেবে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর জানাযার নামাযের ইমামত করেন। 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর পাঁচ জন ভ্রাতুষ্পুত্র ও বোনপুত্র যথা : ১.কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী বকর রহ., ২.'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্দির রহমান ইব্‌ন আবী বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ৩.'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আতী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ৪.'উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং ৫.'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁকে কবরে নামান। (Ibn Saad ND, 8/71) তাঁর ওফাত লাভে প্রতিটি মুসলমান গভীরভাবে শোকাহত হন।

আল-কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ প্রসঙ্গ

আল-কুরআনে উলেস্নখিত উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হল 'ইফ্‌ক'-এর ঘটনা। মুনাফিক সরদার 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই এবং তার সহযোগীরা গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনসঙ্গিনী 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর পুতঃপবিত্র ও মহিমাময় জীবনে যে মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছিল এবং কিছু সরলমনা মুসলমানও তাতে শরিক হয়েছিল তার একটি বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে আল-কুরআনে। এ সকল আয়াতে যেমনিভাবে 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর সতীত্ব, পবিত্রতা ও অনুপম চরিত্রের প্রশংসার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তেমনিভাবে যারা এ ষড়যন্ত্রে এবং মিথ্যা অপবাদে অংশ নিয়েছিল; কিন্তু পরে খাঁটি তাওবা করে ফিরে আসেনি তাদের কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয় যারা এ অপবাদ রটনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি ক্ষুদ্র দল। তোমরা এ অপবাদকে তোমাদের জন্য মন্দ বলে মনে কর না, বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে ততটুকু যতটুকু পাপ সে করেছে এবং তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি। (Al Quran, 24 : 11)

উপরিউক্ত আয়াত হতে পরবর্তী দশটি আয়াত উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর রাসূলের ইয্‌যতের হিফাযতের লক্ষ্যে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন। (Ibn Kathīr ND, 6/19)

মিথ্যা অপবাদের ঘটনাটি সহীহ হাদীসে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচনার স্বার্থে হাদীসটি বড় হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অংশটুকু নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করলে স্বীয় সহধর্মিণীদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে সফর সঙ্গিনী নির্বাচন করতেন। তাঁদের মধ্যে যার নাম বেরিয়ে আসত তাঁকেই তিনি নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এক যুদ্ধে যাওয়ার সময় তিনি আমাদের মধ্যে লটারি দিলেন, তাতে আমার নাম বেরিয়ে এল। তাই আমি তাঁর সঙ্গে সফরে বের হলাম। এটা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা। আমাকে হাওদার ভিতরে সাওয়ারীতে উঠানো হত, আবার হাওদার ভিতরে (থাকা অবস্থায়) নামান হত। এ ভাবেই আমরা সফর করতে থাকলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ যুদ্ধ শেষ করে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন এবং আমরা মদীনার কাছে পৌঁছে গেলাম তখন এক রাত্রে তিনি (কাফেলাকে) মনযিল ত্যাগ করার ঘোষণা দিলেন। উক্ত ঘোষণা দেওয়ার সময় আমি উঠে সেনাদলকে অতিক্রম করে নিজের প্রয়োজন সেরে হাওদায় ফিরে এলাম। তখন বুকে হাত দিয়ে দেখি আমার আযফারি (ইয়ামানের একটি শহর) সাদা কালো পুঁতির মালা ছিড়ে পড়ে গেছে। তখন আমি মালার সন্ধানে ফিরে গেলাম এবং খুঁজতে খুঁজতে আমার দেরি হয়ে গেল। ওদিকে যারা আমার হাওদা উঠিয়ে দিত তারা তা উঠিয়ে যে উটে আমি সওয়ার হতাম, তার পিঠে রেখে দিল। তাদের ধারণা ছিল যে, আমি হাওদাতেই আছি। তখনকার মেয়েরা হালকা পাতলা হত, মোটা-সোটা হত না। কেননা খুব সামান্য খাবার তারা খেতে পেত। তাই হাওদা উঠাতে গিয়ে তাঁর ওজন তাদের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হল না। তদুপরি সে সময় আমি অল্পবয়স্ক এবং তখন তারা হাওদা উঠিয়ে উট হাঁকিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। এদিকে সেনাদল চলে যাওয়ার পর মালাটি খুঁজে পেলাম। কিন্তু তাদের স্থানে ফিরে এসে দেখি, সেখানে কেউ নেই। তখন আমি আমার স্থানে এসে বসে থাকার মনস্থ করলাম। আমার ধারণা ছিল যে, আমাকে না পেয়ে আবার এখানে তারা ফিরে আসবে। বসে থাকা অবস্থায় আমার দু'চোখে ঘুম নেমে এলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সাফওয়ান ইব্‌ন মু'আত্তাল (যিনি প্রথমে সুলামী এবং পরে যাকওয়ানী হিসেবে পরিচিত ছিলেন) সেনাদলের পিছনে (পরিদর্শক হিসেবে) থেকে গিয়েছিলেন। তিনি সকালের দিকে আমার অবস্থান স্থলের কাছাকাছি এসে পৌঁছালেন এবং একজন ঘুমন্ত মানুষের অবয়ব দেখতে পেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। পর্দার বিধান নাযিলের আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। যখন তিনি উট বসাচ্ছিলেন, তখন তার 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' শব্দে আমি জেগে গেলাম। তিনি উটের সামনের পা চেপে ধরলে আমি তাতে সওয়ার হলাম। আর তিনি আমাকে নিয়ে সাওয়ারী হাঁকিয়ে চললেন। সেনাদল ঠিক দুপুরে যখন অবতরণ করে বিশ্রাম করছিল, তখন

আমরা সেনাদলে পৌঁছলাম। সে সময় যারা ধ্বংস হওয়ার, তারা ধ্বংস হল। অপবাদ রটনায় যে নেতৃত্ব দিয়েছিল, সে হল (মুনাফিকদের সরদার) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালুল। আমরা মদীনায় উপনীত হলাম এবং আমি এসেই একমাস অসুস্থতায় ভোগলাম। এদিকে কিছুলোক অপবাদ রটণাকারীদের রটনা নিয়ে চর্চা করতে থাকল। আমার অসুস্থতার সময় এ বিষয়টি আমাকে সন্ধিহান করে তুলল যে, নবী ﷺ-এর তরফ থেকে সে স্নেহ আমি অনুভব করেছিলাম না, যা আমার অসুস্থতার সময় সচরাচর আমি অনুভব করতাম। তিনি শুধু ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বলতেন কেমন আছ? আমি সে বিষয়ে কিছুই জানতাম না। শেষ পর্যন্ত খুব দুর্বল হয়ে পড়লাম। (একরাতে) আমি ও উম্মু মিসতাহ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে বাইরে বের হলাম। তখন আমরা রাতেই শুধু বের হতাম। এটা আমাদের ঘরগুলোর কাছে বাথরুম তৈরীর আগের কথা। জঙ্গলে কিংবা দূরে প্রয়োজন মিটানোর ব্যাপারে আমাদের অবস্থাটা প্রথমে যুগের আরবদের মতই ছিল। যা হোক, আমি এবং উম্মু মিস্‌তাহ বিন্‌ত আবী রূহম হেঁটে চলছিলাম। ইত্যবসরে সে তার চাদরে পা জড়িয়ে হোঁচট খেল এবং (পড়ে গিয়ে) বলল মিসতাহ'র জন্য দুর্ভোগ। আমি তাকে বললাম, তুমি খুব খারাপ কথা বলেছ। বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছে, এমন এক লোককে তুমি অভিশাপ দিচ্ছো! সে বলল, হে সরলমনা! (তোমার সম্পর্কে) যে সব অপবাদ তারা তুলেছে, তা কি তুমি শুননি? এরপর অপবাদ রটনাকারীদের সব রটনা সম্পর্কে সে আমাকে অবহিত করল। তখন আমার রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পেল। আমি ঘরে ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ? আমি বললাম, আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। তিনি ('আয়িশা رضي الله عنها) বলেন, আমি তখন তাদের (পিতা-মাতার) কাছ থেকে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গেলাম। তারপর আমি মাকে বললাম, লোকেরা কি বলাবলি করে? তিনি বললেন, বেটি! ব্যাপারটি নিজের জন্য হালকাভাবেই গ্রহণ কর। আল্লাহর কসম! এমন সুন্দরী নারী খুব কমই আছে, যাঁকে তার স্বামী ভালবাসে আর তার একাধিক সতীনও আছে; অথচ ওরা তার কুৎসা রটায় না। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! লোকেরা সত্যি তবে এসব কথা রটিয়েছে? তিনি ('আয়িশা رضي الله عنها বলেন, ভোর পর্যন্ত সে রাত আমার এমনভাবে কেটে গেল যে, চোখের পানি বন্ধ হল না এবং ঘুমের দেখা পেলাম না। এভাবে ভোর হল। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর বিলম্ব দেখে আপন স্ত্রীকে বর্জনের ব্যাপারে 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব ও উসামা ইব্‌ন যায়িদকে ডেকে পাঠালেন। যা হোক উসামা পরিবারের জন্য তাঁর (নবী ﷺ) ভালবাসার প্রতি লক্ষ্য করে পরামর্শ দিতে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আল্লাহর কসম (তাঁর সম্পর্কে) ভাল ছাড়া

আমরা জানি না, আর 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব رضي الله عنه বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! কিছুতেই আল্লাহ্‌ আপনার পথ সংকীর্ণ করেননি। তাঁকে ছাড়া আরও অনেক মহিলা আছে। আপনি না হয় দাসীকে জিজ্ঞেস করুন, সে আপনাকে সত্য কথা বলবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বারীরাহ رضي الله عنها কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, হে বারীরা! তুমি কি তার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেয়েছ? বারীরাহ رضي الله عنها বলল, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম করে বলছি, না, তেমন কিছু দেখিনি, এ একটি অবস্থায়ই দেখেছি যে, তিনি অল্পবয়সী কিশোরী। তাই আটা-খামীর করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সে ফাঁকে বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে। সে দিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ (মসজিদে) ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালুলের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার উপায় জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে যে লোক আমাকে বিরক্ত করেছে, তার মুকাবিলায় কে প্রতিকার করবে? আল্লাহর কসম, আমি তো আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না। এমন ব্যক্তিকে জড়িয়ে তারা অপবাদ তুলেছে, যার সম্পর্কে ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না। আর সে তো আমার সাথে ঘরে কখনও প্রবেশ করত না। তখন সা'দ ইব্‌ন মু'আয رضي الله عنه দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আল্লাহর কসম, আমি তার প্রতিকার করব। যদি সে আউস গোত্রের কেউ হয়ে থাকে, তাহলে তার শিরচ্ছেদ করা হবে। যদি সে আমাদের খাযরাজ গোত্রীয় কেউ হয়, তাহলে আপনি তার ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ দিবেন, আমরা আপনার নির্দেশ পালন করব। খাযরাজ গোত্রপতি সা'দ ইব্‌ন 'উবাদা رضي الله عنه তখন দাঁড়িয়ে গেলেন। এর আগে তিনি ভাল লোকই ছিলেন। তিনি বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না, সে শক্তি তোমার নেই। তখনই উসাইদ ইবনুল হুযাইর رضي الله عنه দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তুমিই মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। আসলে তুমি একজন মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ হয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছ। এরপর আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্রই উত্তেজিত হয়ে উঠল। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে থাকা অবস্থায় তারা (লড়াইয়ে) উদ্যত হল। তখন তিনি নেমে তাদের চুপ করালেন। এতে সবাই শান্ত হল আর তিনিও নীরবতা অবলম্বন করলেন। 'আয়িশা رضي الله عنها বলেন, সেদিন সারাক্ষণ আমি কাঁদলাম, চোখের পানি আমার শুকাল না এবং ঘুমের সামান্য পরশও পেলাম না। আমার পিতা-মাতা আমার পাশে পাশেই থাকলেন। পুরো রাত দিন আমি কেঁদেই কাটালাম। আমার মনে হল, কান্না বুঝি আমার কলিজা বিদীর্ণ করে দিবে। ইতিমধ্যে এক আনসারী মহিলা ভিতরে আসার অনুমতি চাইল। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সেও আমার সঙ্গে বসে কাঁদতে শুরু করল। আমরা যখন এ অবস্থায় ছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবেশ করে (আমার কাছে)

বসলেন, অথচ যেদিন থেকে আমার সম্পর্কে অপবাদ রটানো হয়েছে, সেদিন থেকে তিনি আমার কাছে বসেননি। এর মধ্যে একমাস কেটে গেল অথচ আমার সম্পর্কে তাঁর কাছে কোন ওহী নাযিল হল না। তিনি ('আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন, হামদ ও সানা পাঠ করে তিনি বললেন, হে 'আয়িশা! তোমার সম্পর্কে এ ধরনের কথা আমার কাছে এসেছে। তুমি নির্দোষ হলে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহে জড়িয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার কর। কেননা, বান্দাহ নিজের পাপ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ্ তাওবা কবুল করেন। তিনি যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, তখন আমার অশ্রু বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি এক বিন্দু অশ্রুও আমি অনুভব করলাম না। আমার পিতাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার তরফ থেকে জওয়াব দিন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি বুঝে উঠতে পারিনি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি বলব? এরপর আমার মাকে বললাম, আমার তরফ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার জওয়াব দিন। তিনিও বললেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কী বলব? আমি তখন অল্পবয়স্কা কিশোরী। তবুও আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমার জানতে বাকি নেই যে, লোকেরা যা রটিয়েছে, তা আপনারা শুনতে পেয়েছেন এবং আপনাদের মনে তা লেগে গেছে, ফলে আপনারা তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। এখন যদি আমি আপনাদের বলি যে, আমি নিস্পাপ আর আল্লাহ্ তা'আলা জানেন, আমি অবশ্যই নিস্পাপ, তারপরও আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। অথচ যদি আপনাদের কাছে আমি স্বীকার করি, অথচ আল্লাহ্ জানেন আমি নিস্পাপ তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাকে বিশ্বাস করে নিবেন। আল্লাহর কসম, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালামের পিতার ঘটনা ছাড়া আমি আপনাদের জন্য কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। যখন তিনি বলেছিলেন, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. "পূর্ণ ধৈর্য্যধারণই আমার জন্য শ্রেয়। আর তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যকারী।" এরপর আমি আমার বিছানার পার্শ্ব পরিবর্তন করে নিলাম। আমি অবশ্যই আশা করেছিলাম যে, আল্লাহ্ আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করবেন। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি ভাবিনি যে, আমার ব্যাপারে কোন ওহী নাযিল হবে। কুরআনে আমার ব্যাপারে কোন কথা বলা হবে, এ বিষয়ে আমি নিজেকে উপযুক্ত মনে করি না। তবে আমি আশা করছিলাম যে, নিদ্রায় আল্লাহর রাসূল এমন কোন স্বপ্ন দেখবেন, যে আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবে। কিন্তু আল্লাহর শপথ! তিনি তাঁর আসন ছেড়ে তখনও উঠে যাননি এবং ঘরের কেউ বেরিয়েও যায়নি, এরই মধ্যে তাঁর উপর ওহী নাযিল হওয়া শুরু হয়ে গেল এবং ওহী নাযিলের সময় তিনি যে রূপ কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতেন, সে রূপ অবস্থার সম্মুখীন হলেন। এমনকি সে মুহূর্তে শীতের দিনেও তার শরীর থেকে মুক্তার ন্যায়

ফোটা ফোটা ঘাম ঝরে পড়ত। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ওহীর সে অবস্থা কেটে গেল, তখন তিনি হাঁসছিলেন। আর প্রথম যে বাক্যটি তিনি উচ্চারণ করলেন তা ছিল এই যে, আমাকে বললেন, يا عائشة إحمدي الله فقد برأك الله . "হে 'আয়িশা! আল্লাহর প্রশংসা কর। কেননা, তিনি তোমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন।" আমার মাতা তখন আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যাও। আমি বললাম, না, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর কাছে যাব না এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও প্রশংসা করব না। তিনি বলেন, যখন আমার সম্পর্কে আয়াত নাযিল হল তখন আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আল্লাহর কসম! নিকটাত্মীয়তার কারণে মিসতাহ ইব্ন উসামার জন্য তিনি যা খরচ করতেন, 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলার পর মিসতার জন্য আমি আর কখনও খরচ করব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

"আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও পার্থিব ঐশ্বর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম করে না বসে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন, গরীব-মিসকীন এবং আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারীদের দান করবে না; তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেয় এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আর আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

এরপর আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই চাই আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন। এরপর তিনি মিসতাহকে যা দিতেন, তা পুনরায় দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নাব বিন্ত জাহাশকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার কর্ণ, চোখের হিফাযত করতে চাই। আল্লাহর কসম তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া অন্য কিছু আমি জানি না। 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, অথচ তিনিই আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। কিন্তু পরহেযগারীর কারণে আল্লাহ্ তাঁর হিফাযত করেছেন। (Bukhari ND, 2518)

আয়িশা রা.-এর প্রতি অপবাদ আরোপে যারা জড়িত ছিল

হাদীসের এক বর্ণনায় জানা যায়:

عن أم رومان قالت بينا أنا عند عائشة إذ دخلت علينا امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بابنها وفعل قالت عائشة ولم قالت إنه كان فيمن حدث الحديث قالت عائشة وأي حديث قالت كذا وكذا قالت وقد بلغ ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم وبلغ أبا بكر قالت نعم قالت فخرت عائشة مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض قالت فقمت فدثرتها قالت ودخل رسول الله صلى

الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه قالت قلت يا رسول الله أخذتها حمى بنافض قال لعله في حديث تحدث به.

উম্মু রূমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আমি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন একজন আনসারী মহিলা তাঁর নিকট এসে বলল, আল্লাহ্ তা'আলা তার পুত্রকে যেন ধ্বংস করেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন এমন বদ্ দু'আ করছেন? আনসারী মহিলা উত্তরে বলল, সে দোষ চর্চাকারীদের একজন। 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জিজ্ঞেস করলেন, কোন দোষ? মহিলাটি বলল, তোমার সম্পর্কে এরূপ...দোষ। 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জিজ্ঞেস করলেন, এ সংবাদটি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্ণগোচর হয়েছে? মহিলা বলল, হ্যাঁ। তিনি এ কথা শুনেছেন। 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আবারও জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পিতা আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও কি এ কথা শুনেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তিনিও এ কথা শুনেছেন। তখন 'আয়িশার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বেহুশ হয়ে পড়লেন। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরল, তখন ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। উম্মু রূমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি উঠে তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলাম অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তার কী হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। তিনি বললেন, সম্ভবত অপবাদের চাপ সামলাতে না পেরে এরূপ হয়েছে। (Ahmad ND, 25824)

'আব্দুল্লাহ ইব্ন জাহশ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, একবার 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও যায়নব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পরস্পরে গর্ব করছিলেন। যয়নাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান হতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আমাকে বিবাহ দিয়েছেন। তখন 'আয়িশার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, সাফওয়ান ইব্ন মুয়াত্তাল আমাকে তাঁর সাওয়ারী বহন করে আনলেন। কিছু লোক যখন আমাকে মিথ্যা অপবাদে অভিযুক্ত করেছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আসমান হতে ওহী অবতীর্ণ করে আমাকে অপবাদ থেকে মুক্ত করেছিলেন। তখন যয়নাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে 'আয়িশা! যখন ঐ উটের উপর তুমি আরোহণ করেছিলে, তখন কি বলেছিলে? তিনি বললেন, حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 'আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কার্যনির্বাহী।' যায়নব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, তুমি মু'মিনদের কলেমা উচ্চারণ করেছিলে। (Ibn Kathīr ND, 5/351)

উপরে বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয় যারা এ অপবাদ রটনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি ক্ষুদ্র দল" (Al Qurān, 24:11)।

এ আয়াতের عُصْبَةٌ مِنْكُمْ "তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি ক্ষুদ্র দল" বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে তাফসীরকারকদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইব্ন জারীর রহ. বলেন, তাঁরা ছিলেন- হামনা বিন্ত জাহশ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হাস্সান ইব্ন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও মিসতাহ ইব্ন উসাসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু (Ibn Jarīr ND, 19/116)।

আলূসী রহ. বলেন, তারা হলেন,'আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল (মুনাফিক), তালহা ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুএর স্ত্রী- হামনা বিন্ত জাহশ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, মিসতাহ ইব্ন উসাসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হাস্সান ইব্ন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু (Alūsī ND, 13/364)।

অপর এক বর্ণনায় তারা হলেন, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল, হামনা বিন্ত জাহশ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, মিসতাহ ইব্ন উসাসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হাস্সান ইব্ন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও যায়েদ ইব্ন রিফা'আ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু (Baydāwī 1405, 4/373)।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁরা হলেন, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল, হামনা বিন্ত জাহশ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, মিসতাহ ইব্ন উসাসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হাস্সান ইব্ন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও 'আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইব্ন 'আব্দুল মুত্তালিব (Abbās ND, 1/36)।

সুতরাং উপরের বর্ণনাগুলো থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, আয়িশা রা. এর প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে দুই শ্রেণির লোক জড়িত ছিল। ১. মুনাফিক ২. কতক মুমিন। মুনাফিকদের মধ্যে শুধুমাত্র 'আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল এর নামের উল্লেখ আছে। সেই মূলত এ ষড়যন্ত্রের ছক আঁকে এবং প্রধান ও মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়াও তার সাথে আরো কিছু মুনাফিক এ ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল বলে মনে করা হয়। মুমিনদের মধ্যে যাদের নামের তালিকা পাওয়া যায় তারা হচ্ছেন:

১. মিসতাহ ইব্ন উসাসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন।
২. 'আব্বাদ ইব্ন 'আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, তিনি ছিলেন মিসতাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর দাদা।
৩. হাস্সান ইব্ন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
৪. হামনা বিন্ত জাহশ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, তিনি ছিলেন তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর স্ত্রী।

অপবাদ আরোপকারী মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সতর্কীকরণ

'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সম্পর্কে যারা অপবাদ প্রচারে জড়িত ছিল আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় কৃতকর্মের কারণে ভর্ৎসনা করেছেন এবং তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করেছেন যে, তাদের উচিত ছিল, একজন সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি সুধারণা পোষণ করা এবং অযথা এ অপবাদকে মানুষের কাছে বলে না বেড়ানো। আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, তোমরা বিষয়টিকে অতি সাধরণ মনে করছিলে; অথচ বিষয়টি আল্লাহর দৃষ্টিতে ছিল অতি গুরুতর একটি বিষয় এবং এ-ও বলেছেন যে, তোমরা ভীষণ বড় অপরাধে জড়িয়েছ। যদি তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ না থাকত, তাহলে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন :

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا

أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (16) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

যখন তারা এ অপবাদ শুনলো তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা কেন নিজেদের লোকদের ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করলো না এবং বললো না যে, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ। তারা কেন চারজন সাক্ষী উপস্থিত করলো না? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি, তাই তারা আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী। আর যদি তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকত, তবে যে কাজে তোমরা লিপ্ত হয়েছিলে, তার জন্য মহা শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। যখন তোমরা সে অপবাদের কথা মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং নিজেদের মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না, আর তোমরা এ বিষয়টিকে খুব সহজ বলে মনে করছিলে, অথচ এটা ছিল আল্লাহর কাছে ভীষণ বড় ব্যাপার। আর তোমরা যখন তোমরা এ অপবাদের কথা শুনলে তখন কেন বললে না, আমাদের জন্য এমন কথা বলা উচিত নয়। আল্লাহ পবিত্র, এটাতো গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি মুমিন হও তাহলে কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না (Al-Qurān, 24:14-15)।

ইব্ন কাছীর রহ. বলেন, এ গুরুতর অপবাদকে তোমরা হাল্কা ও সহজ মনে করেছ; অথচ 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী নাও হতেন, তবুও তো এরূপ অপবাদ কোন সহজ ব্যাপার ছিল না। অতএব সায়্যিদুল আম্বিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী সম্পর্কে এটা কিরূপে হালকা ও সহজ হতে পারে! বরং আল্লাহর নিকট এটা গুরুতর অপরাধ। তিনি তো কোন নবীর স্ত্রী সম্পর্কে এরূপ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট অপবাদ বরদাশ্ত করবেন না। কাজেই তিনি ওহীর মাধ্যমে এর অসারতা প্রমাণ করেছেন এবং এ ঘোষণা করেছেন যে, তারা বিষয়টি সহজ ও হাল্কা মনে করলেও আল্লাহর নিকট তা বড়ই কঠিন ও গুরুতর। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে:

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষ কখনও এমন কথা মুখে উচ্চারণ করে বসে, এটাকে সে তার দৃষ্টিতে বড় কিছু মনে করে না, অথচ আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তার মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দেন। আবার কখনও মানুষ এমন কথা মুখে উচ্চারণ করে যাতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন, এটাকে

সে বড় কিছু মনে করে না; অথচ এর কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (Muslim 2988; Bukhārī 6478)।

সৎ লোকদের সম্পর্কে ভালো ধারণার নির্দেশ

মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি সম্মানের পাত্র। হাদীস শরীফে এসেছে:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: اللهُ اللهُ "

অর্থাৎ একজন মুমিন, যে আল্লাহ আল্লাহ বলে তার উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে না (Aḥmad 1421H, 12660)।

হাদীসে শরীফে মুমিনের মান-সম্মানকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

أَلَا إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

মনোযোগ দিয়ে শুনে রাখ! নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান তোমাদের জন্য সুরক্ষিত যেমন আজকের এদিন, এ মাস, তোমাদের এ শহরে (Baihaqī 1412H, 11958)।

তাই ইসলামী শরীয়ার নির্দেশ হলো, একজন মুমিন হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি সুধারণা পোষণ করতে হবে। শুধুমাত্র ধারণার বশবর্তী হয়ে কারো ব্যাপারে কুধারণা পোষণ করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.

হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে বিরত থাক; কেননা কিছু ধারণা এমন আছে, যা পাপ (Al-Qurān 49:11)।

কখনও কারো ব্যাপারে খারাপ ধারণার উদ্রেক হলেও তা মুখে উচ্চারণ না করা যাবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীলতা প্রচার ও প্রসার করা থেকে সকল মু'মিনকে নিষেধ করেছেন। কোন মু'মিন সম্পর্কে খারাপ কথা শোনার পর যদি তা কারও অন্তরে সন্দেহের সৃষ্টি করে এবং মুখে উচ্চারণ করে ফেলে, তবে তা অধিক প্রচার না করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

নিশ্চয়ই যারা চায় যে, মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না" (Al-Qurān, 24: 19)।

ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে যিনার অপবাদের বিধান

قذف (কায্ফ) বা যিনার অপবাদ

কারো বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ তোলা একটি জঘন্য অপরাধ। মুসলিম সমাজে কোন চরিত্রবান পুরুষ বা নারীর প্রতি যিনার অপবাদ দেয়া মারাত্মক দুঃখজনক ব্যাপার। এতে অভিযুক্ত ব্যাক্তির লজ্জা ও লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। সে সমাজের লোকদের সামনে মুখ দেখাতে পারে না। তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে সাথে গোটা সমাজের ওপর এর প্রচণ্ড খারাপ প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। এ কারণে ইসলাম যথোপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া এ ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন কথাবার্তাকে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। শুধু তাই নয়, বরং তার ওপর অভিশম্পাত করেছে, তাকে চিরদিনের জন্য আস্থার অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে ভীষণ শাস্তির ভয় দেখিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

নিশ্চয় যারা সতী-সাধ্বী, সরলমনা মুমিনা নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি (Al-Qurān, 24 : 23)।

কায্ফ (যিনার অপবাদ)-এর সংজ্ঞা

'কায্ফ' (قذف) শব্দের আভিধানিক অর্থ নিক্ষেপ করা। শরী'য়তের পরিভাষায় এর অর্থ হলো, মুহসান বা মুহসানা তথা কোন সৎ পুরুষ বা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যিনার অপবাদ দেয়া। এরূপ অপবাদ দেয়া কবীরা গুনাহ (Ibn Abedīn ND, 6/55)।

কায্ফ (যিনার অপবাদ)-এর বিভিন্ন ভাষা ও তার হুক্ম

যিনার অপবাদ আরোপের ভাষাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হল:

(১) ছরীহ (সুস্পষ্ট) (২) কিনায়া (অস্পষ্ট) (৩) তা'রীয (ইঙ্গিতসূচক)

১. ছরীহ (সুস্পষ্ট): ছরীহ বা সুস্পষ্ট অপবাদ বলতে বোঝায় এমন ভাষায় অপবাদ আরোপ করা যার মাঝে যিনা ছাড়া অন্য বিষয়ে সম্ভাবনা নেই। যেমন, কেউ কোন পুরুষ বা নারীকে লক্ষ্য করে বললো, হে যিনাকারী বা যিনাকারীণি! অথবা বললো, তুমি যিনা করেছ। অথবা এমন শব্দ ব্যবহার করলো যা দ্বারা তার বংশ পরিচয়কে অস্বীকার করা হয় বা তার পিতা-মাতার মধ্য হতে কাউকে যিনাকার বলা হয়। যেমন বললো, তুমি তো তোমার পিতার সন্তান নও অথবা হে যিনাকারীর সন্তান! ইত্যাদি।

ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রকারের অপবাদ আরোপকারীর ওপর হদ্দ কার্যকর করা ওয়াজিব হবে (Al-kāsānī 2005, 190; Shafeī ND, 141; Ibnu Mufliḥ ND. 6/66; ʿAlī 2009, 153)।

২. কিনায়া (অস্পষ্ট): কিনায়া বা অস্পষ্ট অপবাদ বলতে বোঝায় এমন ভাষায় অপবাদ আরোপ করা যার মাঝে যিনা ছাড়াও অন্য বিষয়ের সম্ভাবনা থাকে। যেমন কেউ বললো, হে পাপিষ্ঠ/পাপিষ্ঠা,/ হে নষ্ট/নষ্টা, তুমি তো কাউকে ফিরাওনা ইত্যাদি (Al-Anṣārī ND, 3/371)।

এ প্রকারের হুকম নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। হানাফী ও হাম্বলী ইমামগণের মতে এ প্রকারের অপবাদের কারণে হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কেননা এখানে সুস্পষ্টভাবে যিনার কথা নেই; তাছাড়া যিনা ব্যতীত অন্যান্য কাজের জন্য এসকল শব্দের প্রয়োগ হতে পারে। তবে যেহেতু এসব বাক্য নিঃসন্দেহে অশোভনীয় ও মানহানিকর তাই তা'যীরের আওতায় আদালত অপরাধীর অবস্থা ও অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির মর্যাদা বিবেচনা করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে (As-Sarakhsī ND, 10/188/189; Al-Mardāwī ND, 10/215-17; Al-Bahūtī ND, 109-12; ʿAlī 2009, 154)। শাফেয়ী ও মালেকী ইমামগণের মতে এ প্রকারের কথার হুকুম নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। যদি অপবাদ আরোপকারী শপথ করে বলে যে, এ কথা দ্বারা তার উদ্দেশ্য যিনার অপবাদ দেয়া নয়; বরং গালি দেয়া বা মানহানি করা উদ্দেশ্য, তাহলে তার কথা আমলে নিয়ে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না; তবে তা'যীরের আওতায় আদালতের বিবেচনা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য হবে (Al-Anṣārī ND, 3/371; Al-Bājī Nd, 7/149-50)।

৩. তা'রীয (ইঙ্গিতসূচক): তা'রীয বা ইঙ্গিতসূচক অপবাদ বলতে বোঝায় এমন ভাষায় অপবাদ আরোপ করা যার মাঝে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে যিনার অর্থ নেই; কিন্তু তার মাঝে যিনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন, কেউ ঝগড়া-বিবাদের সময় অপরকে লক্ষ্য করে বললো, আমি তো ব্যভিচারী নই বা আমার মা তো আর ব্যভিচারিণী নয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তুমি ব্যভিচারী বা তোমার মা ব্যভিচারিণী (Ibnu ʿArafah ND, 499)।

এ প্রকারের হুকুম সম্পর্কেও ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। মালেকী ইমামগণের মতে ঝগড়া-বিবাদের সময় এ ধরনের কথা বললে তা হদ্দযোগ্য বলে বিবেচিত হবে (Al-mudauwana ND, 490)। হানাফী ও শাফেয়ী ইমামগণের মতে, এ প্রকারের কথা হদ্দযোগ্য অপরাধ নয়। কেননা এর মাঝে যিনার অপবাদ ছাড়াও অন্য অর্থ নেবার অবকাশ থাকে, আর এ অবকাশ সন্দেহের নামান্তর। তাই তাতে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না; তবে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া যেতে পারে (As-Sarakhsī ND, 9/120; Shafeī ND, 141)। ইমাম আহমাদ রহ. থেকে দু'টি মত বর্ণিত হয়েছে। এক. যেহেতু সরাসরি অপবাদ নয় তাই এতে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। দুই. ঝগড়া-বিবাদের সময় অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে; কিন্তু সাধারণ অবস্থায় অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে না (Ibnu Mufliḥ ND. 6/90; ʿAlī 2009, 156)।

কায্ফ- এর শাস্তি

যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন পুরুষ বা নারীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করে তাহলে তাকে তার এ দাবির সমর্থনে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে, যারা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আমরা তাকে দেখেছি অমুকের সাথে ব্যভিচার করছে এবং তাদের অবস্থা এমন ছিলো, যেমন সুরমাদানির মাঝে সুরমার শলা থাকে (Burhānuddīn ND, 3/339)। যদি সে সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে তাহলে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু যদি চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে তাহলে তার ওপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। হদ্দের পরিমাণ হলো, অপবাদ আরোপকারী স্বাধীন বা স্বাধীনা হলে আশিটি বেত্রাঘাত আর দাস বা দাসী হলে চল্লিশটি বেত্রাঘাত (Al-kāsānī 2005, 190; Shafeī ND, 141; Ibnu Mufliḥ ND. 6/66; ʿAlī 2009, 153)। আরেকটি শাস্তি হলো, চিরদিনের জন্য তার কোন সাক্ষ্য ইসলামী আদালতে গ্রহণ করা হবে না। অর্থাৎ সে স্থায়ীভাবে অনাস্থার পাত্রে পরিণত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

আর যারা সতী নারীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই প্রকৃত ফাসিক। তবে এরপর যারা তওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেবে, নিশ্চয় আল্লাহ (তাদের জন্য) ক্ষমাশীল ও অতি দয়াবান (Al-Quran, 24 : 4-5)।

এ আয়াতে যদিও মহিলাদের প্রতি অপবাদ আরোপের কথা বলা হয়েছে; তথাপি পুরুষদের প্রতি অভিযোগের বেলায়ও একই হুকম প্রযোজ্য হবে। অনুরূপ অপবাদ আরোপকারী পুরুষ হোক বা মহিলা, উভয়ের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য হবে (Alūsī 1415, 9/287)।

যিনার অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষী প্রত্যাখ্যান

ইমামগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, অপবাদ আরোপকারী যদি তওবা না করে তাহলে তার কোন সাক্ষ্যই কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে ফাসিক হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে যদি সে তওবা করে নেয় তাহলেও কি সে সারা জীবন ফাসিক হিসেবে গণ্য হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না- এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, যুফার, আবূ ইউসুফ, ছাওরী, হাসান ইবনে সালেহ প্রমুখের মতে যদি সে তওবা করে নেয় তাহলে তার থেকে ফাসিকের কলঙ্ক মুছে যাবে; তবে তার সাক্ষ্য কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। এদিকে ইমাম মালেক, শাফেয়ী, লাইছ প্রমুখের মত হলো, যদি সে তওবা করে নেয় তাহলে তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে (Al-Jaṣṣāṣ 1405H, 5/118)।

কাযফ এর শর্তাবলি

কাযফ এর কিছু শর্ত রয়েছে। হদ্দ কার্যকর করার জন্য এসব শর্ত পাওয়া যাওয়া জরুরি। এসব শর্তের মধ্য হতে কিছু অপবাদ আরোপকারীর সাথে, কিছু আরোপিত ব্যক্তির সাথে, কিছু উভয়ের সাথে, কিছু অপবাদের আরোপের ভাষার সাথে আবার কিছু স্থানের সাথে সম্পৃক্ত।

কাযিফ বা অপবাদ আরোপকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি

১. সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন বুদ্ধিমান হওয়া
২. বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হওয়া
৩. চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে অক্ষম হওয়া

কাজেই যদি অপবাদ আরোপকারী পাগল, শিশু হয় অথবা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে সক্ষম হয় তাহলে তার উপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।

মাকযূফ বা অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি

১. হদ্দে কযফ তখনই প্রয়োগ করা হবে যখন অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি মুহসান হবে। মুহসান শব্দের শাব্দিক অর্থ, সচ্চরিত্রবান পুরুষ। তবে পরিভাষায় মুহসান হতে হলে চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা তার মাঝে পাঁচটি শর্ত পাওয়া যেতে হবে। যথা:

(১) স্বাধীন হতে হবে।
(২) প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে।
(৩) বুদ্ধিমান হতে হবে।
(৪) মুসলমান হতে হবে।
(৫) সচ্চরিত্রের অধিকারী হতে হবে (Niẓāmuddīn et all 1421H, 2/178)

অতএব, কোন দাস-দাসী, শিশু, পাগল, অমুসলিম, এবং ফাসিক বা চরিত্রহীন ব্যক্তির প্রতি অপবাদ দিলে উল্লিখিত শাস্তি (আশিটি বেত্রাঘাত) প্রযোজ্য হবে না, তবে সেক্ষেত্রে সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান বিশেষ বিবেচনায় তাকে তা'যীর (অর্থাৎ পরিমাণে হদেও চেয়ে 'লঘু শাস্তি') প্রদান করতে পারবে।

২. অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যদি অনির্দিষ্ট হয় তাহলে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। যেমন কেউ কোন এক দলকে লক্ষ্য করে বললো, 'তোমাদের মাঝে একজন যিনাকারী আছে' তাহলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।

উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত

অপবাদ আরোপকারী আরোপিত ব্যক্তির পিতা, দাদা বা উর্ধ্বস্তন পুরুষ না হওয়া। অনুরূপ মা, নানী বা উর্ধ্বস্তন নারী না হওয়া। সুতরাং যদি উর্ধ্বস্তন পুরুষ বা নারী হয় তাহলে অপবাদ আরোপকারীর ওপর হদ্দ কার্যকর হবে না।

অপবাদ আরোপের ভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি

১. ছরীহ বা সুস্পষ্ট ভাষায় যিনার অপবাদ আরোপ করতে হবে। যেমন, কেউ অপর কাউকে লক্ষ্য করে বললো, হে যিনাকারী, অথবা বললো, তুমি যিনা করেছ।

২. অথবা ছরীহ (সুস্পষ্ট)-এর পর্যায়ভুক্ত শব্দ ব্যবহার করতে হবে। অর্থা, কারো বংশপরিচয়কে নাকচ করে দেয়া বা তার পিতা-মাতার প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করা। যেমন কেউ বললো, হে যিনাকারীর সন্তান, অথবা বললো, তুমি তো তোমার পিতার সন্তান নও। ইতঃপূর্বে এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত

দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্রে অপবাদ আরোপ করা। সুতরাং যদি দারুল হরব (কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কবলিত দেশ) বা বিদ্রোহীদের আয়ত্বাধীন অঞ্চলে অপবাদ আরোপ করে তাহলে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কেননা উল্লোখিত দুই স্থানে মুসলিম শাসকের কর্তৃত্ব থাকে না (Al-Kāsānī 2005, 9/184-198)।

ইফকের ঘটনায় জড়িতদের কী শাস্তি দেয়া হয়েছিল

যারা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করার নির্দেশ দেন। যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করার ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করল, তখন তিনি তাদের উপর আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাস্তি দেয়ার নির্দেশ দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

অপবাদ আরোপকারীরা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করল না? সুতরাং তারা যখন সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারা আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী (Al-Qurān, 24 : 13)।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন কাছীর রহ. বলেন : তারা যে অপবাদ আরোপ করেছে তার জন্য তারা চারজন সাক্ষী কেন উপস্থিত করল না? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি বা করতে পারেনি অতএব আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অপবাদকারীরা মিথ্যাবাদী ও অপরাধী (Ibn Kathīr, 6/27)।

উল্লিখিত আয়াতে ব্যভিচারের অভিযোগকারী ব্যক্তির শাস্তি প্রসঙ্গে ইব্ন কাছীর রহ. বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা ব্যভিচারের অভিযোগকারী ব্যক্তি সাক্ষী পেশ করতে ব্যর্থ হলে তিনটি বিধান ওয়াজিব করে দিয়েছেন:

ক. তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করতে হবে;

খ. কখনও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না;

গ. সে আল্লাহ্ তা'আলা ও মানুষের নিকট ফাসিক হিসেবে গণ্য হবে। (Alūsī ND, 3/75)

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সম্পর্কে মুনাফিকরা যে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল, তার প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মান রক্ষার্থে উক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন। বিখ্যাত মুফাস্সিরগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন কাছীর রহ. বলেন, যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হত এবং তিনি তোমাদের প্রতি করুণা ও মেহেরবান না হতেন, তবে তোমরা মারাত্মক শাস্তি হতে রক্ষা পেতে না। বরং তিনি তোমাদের প্রতি করুণাময় ও দয়ালু। অতএব তাঁর দান ও করুণা দিয়ে তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন এবং শরী'আতের দণ্ডবিধানের মাধ্যমে তোমাদেরকে পবিত্র করেন। (Ibn Kathīr ND, 6/30)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَاكَ وَتَلَا تَعْنِي الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنْ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ.

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমার পবিত্রতা বর্ণনা সম্বলিত আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করেন, এরপর পবিত্র কুরআনের আয়াত পাঠ করেন। তারপর মিম্বার থেকে অবতরণ করে দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলা[১] সম্পর্কে শাস্তির নির্দেশ দেন, তখন লোকেরা তাদের উপর হদ্দ কার্যকর করে দেন। (Abū Dāūd, 3880)

প্রচলিত আইনে নারীর প্রতি যিনার অপবাদের শাস্তি

প্রচলিত ব্যবস্থায় নারীর ওপর ব্যভিচারের শাস্তির ব্যাপারে পৃথক কোন আইন প্রণীত হয়নি। বরং এ বিষয়টি মানহানি আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কাউকে অপবাদ প্রদান করা মূলত তার মানের হানি হিসেবে চিহ্নিত। প্রচলিত আইনের বিভিন্ন ধারায় মানহানির মামলা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি ধারা উল্লেখ করা হলো:

বাংলাদেশ-এর দণ্ডবিধির ৪৪৯ ধারায় এ বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি এ অভিপ্রায়ে বা এরূপ জেনে বা এরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও কথিত বা পাঠের জন্য অভিপ্রেত শব্দাবলী বা চিহ্নাদি বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে কোন ব্যক্তি সম্পর্কিত নিন্দাবাদ প্রণয়ন বা প্রকাশ করে যে অনুরূপ নিন্দাবাদ অনুরূপ ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করবে। সেই ব্যক্তি কিছু ব্যতিক্রম ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত, উক্ত ব্যক্তির মানহানি করেছে বলে গণ্য হবে" (The Penal Code 1860, Article 499)।[2]

---

[১] তাঁরা হলেন, হাসসান ইবনু সাবিত, মিসতাহ ইবনু উসাসাহ ও হামনাহ বিনতু জাহ্শ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

[2] Whoever by words either spoken or intended to be read, or by signs or by visible representations, mokes or publishes any imputation, concerning any

৪৯৯ ধারার সারকথা : যে নিন্দাবাদ অন্য লোকের ধারণায় কোন ব্যক্তির নৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক সংক্রান্ত গুণাবলি অবনমিত করে অথবা উক্ত ব্যক্তির বর্ণ বা পেশা সংক্রান্ত গুণাবলি হেয় করে বা উক্ত ব্যক্তির দেহকে ঘৃণাজনক অবস্থায় রয়েছে বলে ঘোষণা করে বা উক্ত ব্যক্তির খ্যাতি নষ্ট করে, সেই নিন্দাবাদ মানহানিকর (Shamsur Rahman 2006, 28)।

দণ্ডবিধি'র ৪৯৯ নং ধারার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে–

"(ক) কোন নিন্দাবাদ প্রণয়ন করা, বা

(খ) কোন নিন্দাবাদ প্রকাশ করা, মানহানিরূপে পরিগণিত হয় যদি–

১. উহা এইরূপ অভিপ্রায়ে করা হয় যে, উহা কোন ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করিবে, বা

২. উহা এইরূপ বিশ্বাস করিয়া করা হয় যে, উহা কোন ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করিবে, বা

৩. এই বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও করা হয় যে, উহা কোন ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করিবে

ক. কথার দ্বারা,

খ. পাঠের জন্য অভিপ্রেত লেখার দ্বারা,

গ. চিহ্নের দ্বারা, বা

ঘ. দৃশ্যমান কল্পমূর্তি দ্বারা।

যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির মানহানি করে সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে– যার মেয়াদ দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে" (The Penal Code 1860, Article 500)।

এ ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলি প্রমাণ করতে হবে–

১. অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন বিষয় মুদ্রণ বা খোদাই করেছিলেন।

২. তা মানহানির শামিল ছিল।

৩. তিনি তা মানহানিকর বলে জানতেন বা তার অনুরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ ছিল (Shamsur Rahman 2006, 45)।

"কোন কোন সময় নারীর ওপর ব্যভিচারের শাস্তি তার শালীনতার অমর্যাদা করা বা তাকে উত্যক্ত করার মামলার অধীনে করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট আইন বিশারদ গাজী শামসুর রহমান বলেন:

person intending to harm, or knowing or having reason to believe that such imputation will harm, the reputation of such person, is said, except in the cases hereinafter excepted, to defame that person. –The Penal Code (Act XLV of 1860 Section 499).

যে ব্যক্তি কোন নারীর শালীনতার অমর্যাদা করিবার অভিপ্রায়ে এই উদ্দেশ্যে কোন মন্তব্য করে, কোন শব্দ বা অঙ্গভঙ্গি করে বা কোন বস্তু প্রদর্শন করে যে উক্ত নারী অনুরূপ মন্তব্য বা শব্দ শুনিতে পায় অথবা অনুরূপ অঙ্গভঙ্গি বা বস্তু দেখিতে পায়, কিংবা উক্ত নারীর নির্জনবাসে অনধিকার প্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে- যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে (Shamsur Rahman, Article-506)।

কোন নারীর শালীনতা অমর্যাদার উদ্দেশ্যে কোন মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি বা কোন কাজ করিবার শাস্তি এই ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব এক বৎস কারাদাণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

নারীর শালীনতা এমন একটি বস্তু যাহা সংরক্ষণের দায়িত্ব নারী-পুরুষ সকলের, অর্থাৎ সমাজের তথা রাষ্ট্রের। ইহা একমাত্র নারীরই সম্পদ, পুরুষের বৈভব অন্যত্র।

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়:

১. অভিযুক্ত ব্যক্তি -

ক. কোন মন্তব্য করিয়াছিলেন, বা

খ. কোন শব্দ করিয়াছিলেন, বা

গ. কোন অঙ্গভঙ্গি করিয়াছিলেন, বা

ঘ. কোন বস্তু প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বা

ঙ. কোন নারীর নিভৃতবাসে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন।

২. অভিযুক্ত ব্যক্তি উপরোক্ত ক থেকে ঘ-এর ক্ষেত্রে উক্ত সকল কোন নারীকে শুনাইতে বা দেখাইতে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন।

৩. উহার দ্বারা তিনি কোন নারীর শালীনতার অমর্যাদা করিতে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন" (Shamsur Rahman, P 1070)।

কেউ মুদ্রিত বা খোদাইকৃত আকারে কোন অপবাদ প্রদান করলে অর্থাৎ অপবাদ ছাপিয়ে বিলি বিক্রি করলে তাকে দণ্ডবিধির ৫০২ ধারা অনুযায়ী অপরাধী সাব্যস্ত করা যায়। এ ধারায় বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি মানহানির বিষয় সম্বলিত কোন মুদ্রিত বা খোদাইকৃত বস্তু উহা অনুরূপ বিষয়সম্বলিত বলে জেনেও বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে যার মেয়াদ দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

প্রমাণ পদ্ধতি

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নিম্নলিখিত তথ্যাবলি প্রমাণ করতে হয়–

১) অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন মুদ্রিত বা খোদাইকৃত বিষয় বিক্রয় করেছিলেন বা বিক্রয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

২) উহা মানহানির শামিল ছিল।

৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি উহাকে মানহানিকর বলে জানতেন।" (The Penal Code 1860, Article 502)[3]

তাছাড়া উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে আইসিটি আইনের ৫৭ ধারায়ও মামলা দায়ের ও শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে। এ ধারায় ইলেকট্রনিক ফর্মে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও এর দণ্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে:

"(এক) কোনো ব্যক্তি যদি ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উসকানি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(দুই) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক চৌদ্দ বছর এবং অন্যূন সাত বৎসর কারাদণ্ডে এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন" (ICT Act 2006, Article 57)।

উপরোক্ত ধারাসমূহ পর্যালোচান্তে প্রতীয়মান হয় যে, প্রচলিত আইনে অপবাদের শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি অনুযায়ী তার পরিমাণ সর্বোচ্চ ২ বছর। ৫০৬ ধারা অনুযায়ী মামলা হলে ১ বছর এবং ৫০২ ধারা অনুযায়ী হলে ২ বছর পর্যন্ত হতে পারে। তবে এ অপবাদ ইলেকট্রনিক ফর্মে হলে তা আইসিটি আইনের ৫৭ ধারায় অভিযুক্ত হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ৭ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত সাজা হতে পারে।

তুলনামূলক পর্যালোচনা

উপরে উল্লেখিত ইসলামী ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তির তুলনামূলক আলোচনা করলে যেসব বিষয় স্পষ্ট হয় তা নিম্নরূপ:

- ইসলামী আইনে ব্যভিচারের অপবাদের জন্য স্বতন্ত্র্য আইন প্রণয়ন করেছে। এমনকি এর শাস্তি মহান আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যবস্থায় এ বিষয়ে পৃথক কোন আইন প্রণীত হয়নি। বরং একে মানহানী গণ্য করে এতদ সংক্রান্ত আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

[3] Sale of printed or engraved Substance containing defamatory matter : Whoever sells or offers for sale any printed or engraved substance containing defamatory matter, knowing that it contains such matter, shall be punished with sipmple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. The Penal Code (Act XLV of 1860) Section 502

- শাস্তির ধরনের দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, ইসলাম অপবাদের শাস্তিকে হাদ্দ বা শরীয়াহ নির্ধারিত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত করে এর পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যেখানে বিচারক বা শাসকের নিজস্ব কোন দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচ্য নয়। বরং শরীয়াহ প্রণেতার নির্ধারিত শাস্তিই প্রযোজ্য হবে। পক্ষন্তরে প্রচলিত আইনে এ বিষয়ক শাস্তির সর্বোর্চ ও সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, অপরাধীকে কতটুকু শাস্তি দেয়া হবে তা বিচারকের উপর নির্ভর করবে। অন্যদিকে ইসলামী আইনে এ অপরাধের জন্য শারীরিক শাস্তি দেয়ার বিধান করা হয়েছে এবং প্রচলিত আইনে কারাদণ্ড ও আর্থিক জরিমানা দু'ধরনের বিধান রাখা হয়েছে।
- ইসলামী আইনে অপবাদের শাস্তি সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। ফিকহের গ্রন্থসমূহে অপবাদ, অপবাদদাতা, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা স্থান পেয়েছে। যাতে কোনভাবে কোন নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তি না পায়। আবার আইনের মারপ্যাঁচে প্রকৃত কোন অপরাধী পার না পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে প্রচলিত আইনে বিষয়টি মানহানী হিসেবে বিবেচনা করায় অপবাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনেক বিশ্লেষণ এখানে অনুপস্থিত।
- রাসুলুল্লাহ ﷺ এর যুগ থেকে এ সম্পর্কিত ইসলামী আইনের কার্যকারিতা বিদ্যমান। এমনকি বর্তমান সময়েও বৈজ্ঞানিকভাবে এর সুফল প্রমাণিত হওয়ায় ইসলামী আইনের বিভিন্ন শাস্তি নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষী মহল নানা ধরনের আপত্তি তুললেও এ আইনের ব্যাপারে তারা নীরব ভূমিকা পালন করে। পক্ষান্তরে এ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন বিভিন্ন সময়ে বিশেষজ্ঞ মহল থেকে সমালোচিত হয়েছে। বিশেষত আইসিটি আইনের ৫৭ ধারাটি নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনার পর একে আরও মানবকল্যাণমুখী করার জন্য সরকার তা বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উপর্যুক্ত তুলনামূলক পর্যালোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তির ব্যাপারে প্রচলিত আইনে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এ বিষয়টি মানহানী আইনে অন্তর্ভুক্ত না রেখে বরং একটি স্বতন্ত্র্য আইনে পরিণত করা যেতে পারে এবং তাতে সংশ্লিষ্ট সব কিছুর বিশদ আইনী বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তবেই এ জনগুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়টির যথাযথ আইনী প্রয়োগ সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের জন্য ইসলামী আইনের বিস্তৃত নীতিমালাকে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

উপসংহার

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা রা. এর মহিমাময় জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ইফ্কের ঘটনা। যা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থাবলী, প্রামাণ্য তাফসীর এবং সীরাত গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত হয়েছে। মিথ্যা অপবাদের ঘটনাটি সহীহ হাদীসে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 'আয়িশা রা. এর মিথ্যা অপবাদের ঘটনা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষ্ঠাবান মু'মিনদের ইখলাসের পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় মু'মিনগণ সফলকাম হয়েছেন। ইফ্কের ঘটনা থেকে আরও জানা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা

ব্যতীত অন্য কেউ অদৃশ্য সম্পর্কে জানেন না। একমাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিধাগ্রস্ত ও উদ্বেগাকুল ছিলেন। ওহী নাযিলের পর তাঁর সংশয় ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সূরা আন-নূর এ অবতীর্ণ আয়াতসমূহে তমদ্দুনিক রীতি, সুষ্ঠ সমাজ গঠন, নৈতিক চরিত্র দৃঢ়করণ, অশ্লীলতা প্রতিরোধ, অপবাদ ও ব্যভিচারের বিধান সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে হিদায়াত দান করবে। এ ছাড়া মুসলিম সমাজে কোন মতলববাজ ও ফাসিক সম্মানিত কোন ব্যক্তির পরিবারের বিরুদ্ধে কোন অপবাদ ছড়ালে তা চক্ষু বন্ধ করে মেনে নেয়া উচিৎ হবে না। ভিত্তিহীন কথা যাতে বেশি দূর ছড়াতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। অপবাদকারীকে তার অভিযোগের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে হবে। যদি প্রমাণ পেশ করতে না পারে তবে সে শরী'আতের বিধান অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ বা অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি সামাজিক মর্যাদা ভোগ করার অধিকার রাখবেন। মোটকথা, মিথ্যা অপবাদ একটি গুরুতর অপরাধ এবং এর প্রতিক্রিয়া সমাজকে কলূষিত করে। মু'মিনের উচিত যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে বেড়ায় তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস না করা। জ্ঞাত বিষয় ব্যতীত কোন কথা বলা একেবারেই নিষিদ্ধ।

Bibliography

Al-Qurān.

Abu daūd,Sulayman Ibnul Ashʿath As-Sijistanī. 1420 H. *Sunau Abī Dāūd*. Saudī Arabia: Dārul Afkār Ad-Dauliyyah.

Ahmad Ibn Hambal. 1999. *Musnad Imām Ahmad.* Beirut: Muassasat al-Risālah.

Al-Anṣārī, Zakariyyā Ibn Muḥammad. ʾND. *Asnal Maṭālib.* Beirut: Dārul Kitābil ʾIslāmī.

Al-Bahūtī, Manṣūr Ibn yūnus. ND. *Kashshāful Kinā*. Bairūt: Dārul Kutub Al-ʿilmiyyah.

Al-Bukhārī, Imām Abū ʿAbdullah Muḥammad Ibn Ismāʿīl. *Al-Jāmiʿus Sahīh*. Annotated by Mustafā Dīb al-Bāghā. Beirūt: Dāru Ibnu Kathīr.

Al-Ḥṭṭāb, Abu Abdillāh. 1398. *Mwāhibul Jalīl Fī Sharhi Mukhtaṣari Khalīl.* Bairut : Dārul Fikr

ʿAlī, Aḥmad. 2009. *ʾIslāmer Shasti Ain*. Dhaka: Bangladesh Islamic Centre.

Al-Jaṣṣāṣ. Abū bakar. 1405H. *Aḥkāmul Qurān.* Beirut: Dāru Ihyāit Turāth al-ʿArabī.

Al-Kāsānī, Abū Bakar Ibn Masʿūd. 1426H/2005. *Badāʾiuṣ Ṣanāʾiʿ Fī Tartībish Sharāʾiʿ.* Bairut: Dārul Ḥadīth.

Al-Mardāwī, Alāʾud Dīn, Abul Ḥasan. ND. *Al-Inṣāf fī Maʿrifatir Rājiḥ minal khilāf*. Cairo: Jamhūriyyatu Misar al-ʿArabiyyah.

Al-Qurtubī, Abū ʿAbdillāh Muḥmmad Ibn Aḥmad Al-Anṣārī. 1423H. *Al-Jāmiʿ Li Aḥkāmil Qurān.* Riyadh: Dāru Alamuil Kutub.

Al-Tabarī, Abū Jaʿfar Muhammad ibn Jarīr. 1984. *Jamiʿ al-Bayān ʿAn Ta'wīl Āy al-Qur'an.* Beirut: Dār al-Fikr.

Alūsī, Shihāb Uddīn. *Rūḥul Maʿānī*. 1415. Qairu: Dārul Kutub Al-ʿilmiyyah.

As-Sarakhsī, Muḥammad Ibn Aḥmad. ND. *Al-Mabsūṭ*. Beirut: Dārul Maʿrifah.

Ibn ʿĀbidīn, Muḥammad Amīn. ND. *Raddul Muḥtār Alad Durril Mukhtār.* Pakistan: Educational Press.

Ibn Kathīr, Ḥāfiz Emādud Dīn Abul Fida Ismāʿīl. ND, *Tafsīrul Qurānil Aẓīm.* Beirut: Dārul Fikril 'Elmiyyah.

Ibn Manẓūr. ND. *Lisānul ʿArab*. Beirut: Dār Ṣādir.

Ibn Saʿad, Muhammad. N.D. *Al-Tabaqāt al-Kubra*. Beirut: Dār Sādir.

Ibnu Mufliḥ, Muḥammad al-Maqdisī. ND. *Kitabul Furū.ʾ* Beirūt: Mu'assasatur Risāla.

ICT act 2006, Ministry of Law, Bangladesh.

Muslim, Abul Ḥusain Muslim Ibnul Ḥajjāj Al-Qushirī. ND. *Al-Musnad As-Saḥīḥ*. Beirut: Dāru Ihyāit Turāth al-ʿArabī.

Niẓāmuddīn et al. 2005. *Fatawa ʿAlamgīriyyah*. Bairūt: Dārul Kutub Al-ʿilmiyyah.

Shāfeʿī, Muḥammad ʾibn ʾidris. *Al-Um*. ND. Beirut: Dārul Maʿrifah.

Shamsur Rahman, Gazi. 2006. Manhani. Dhaka: Khosroj Kitab Mahal.

Shamsur Rahman, Gazi. *Dondo Bidhir Vassho.*

The Penal Code 1860, Ministry of Law, Bangladesh.